জেমস বন্ড রচনা সংগ্রহ

(অখণ্ড সংস্করণ)

ইয়ান ফ্লেমিং

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

উত্তম ঘোষ

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

ইয়ান ফ্লেমিং লিখেছেন: 'বয়েস যখন তেতাল্লিশ, তখন আমি বিয়ে করি। এক ধরনের মানসিক জড়তা সেই বিয়ে থেকে। আর তারই প্রতিষেধক আমার এই সৃষ্টি— 'জেমস বন্ড'।...

প্রথম যে অভিনেতা জেমস বন্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সেই শন কোনারির মতে, জেমস বন্ড এমন একটি পুরুষ যে প্রতিটি নারীর কাম্য। প্রত্যেকের মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতীক।

আধুনিক যুগের অমর নায়ক বন্ড। পুরুষ তার আদর্শ, ভক্ত, গুণগ্রাহী— আবার কিছুটা ঈর্ষাকাতরও বটে। তবু বন্ডের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছে, অ্যাম্বিশন, কামনা-বাসনা পূরণ করে সার্থক হতে চায়, তৃপ্ত হতে চায়।

আর নারী জগতে? না, হারকিউলিস, টার্জানরা পিছিয়ে পড়েছে। 'হীরো' বন্ড— নায়ক ও বীর— দুই অর্থের হীরো। একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র। আর তার রোম্যান্স ও পৌরুষ! প্রতিটি নারী তাকে পাশে চাইবে। কাছে চাইবে। প্রয়োজনে নিষ্ঠুর, আবার অবস্থা বিশেষে উদার, কোমল, দয়াবান— চূড়ান্ত অনুভূতিপ্রবণ।

তার দুঃখ কে বোঝে?

এটা ঠিক চলচ্চিত্র জেমস বন্ডকে আরও বেশি জনপ্রিয় করেছে। ইয়ান ফ্লেমিং-এর লেখার পাতা থেকে উঠে আসা এই বিস্ময়কর 'অ্যাডভেঞ্চারাস' ব্যক্তিত্ব সিনেমার পর্দায় মূর্ত করেছে— প্রথমে শন কোনারি; তারপর একে একে জর্জ লেজেনবি, রজার মুর ও টিমোথি ডালটন।

ভবিষ্যতের নায়করাও অপেক্ষারত।

কীভাবে লেখকের কলমে (টাইপরাইটারে) জন্ম নিয়েছিল জেমস বন্ড? আমরা শুনেছি, ইয়ান ফ্লেমিং-এর একটি হোলিডে-হোম ছিল জ্যামাইকা দ্বীপে। নাম 'গোল্ডেন আই'। ১৯৫২ সালের ১৫ জানুয়ারির এক সকালে লেখক হঠাৎ আপন খেয়ালে টাইপ করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়েস চুয়াল্লিশ। তিনি বলেছেন— প্রায় অন্ধ পাগলের মতো লিখতাম আমি। টাইপ হয়ে যাওয়া পাতাটার দিকে আর সাহস করে তাকাতাম না, পাছে খারাপ লাগলে ছিঁড়ে ফেলি। সদা আশঙ্কা, বন্ধুরা কী ভাববে!

ঝড়ের মতো কাজ। লেখকই যেন স্বয়ং বন্ড, তার টাইপ মেশিন নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। শুরু ১৫ জানুয়ারি, মঙ্গলবার, ১৯৫২; শেষ ১৮ মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৫২। সেটাই বন্ড সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। কয়েকমাসের মধ্যে সেই enfante terrible— 'বিরাট শিশু' জন্ম নেয়।

ক্যাসিনো রয়্যাল ছাপা হয় ১৯৫৩ সালে।

একসময় (বহু আগে) বলা হয়েছিল, পাঠকের সংখ্যা দশ কোটি, সিনেমার দর্শকের সংখ্যা পনেরো কোটি। এখন সেই সংখ্যা আরো বহু বহু বেশি— অগুনতি।

বন্ড নায়ক, না ভিলেন? হৃদয়হীন, না হৃদয়বান?

এই প্রশ্ন ও বিতর্ক তাকে আরও 'অলৌকিক' করেছে যাকে একটা পরস্পর-বিরোধী শব্দ দিয়ে ভূষিত করা যায়— অলৌকিক বাস্তব, real miracle।

এই সংকলনে আমরা সময়-কাল ধরে সূচিপত্র সাজাইনি। আগু-পিছু করেছি। সময়-কাল ধরে সাজালে কিছু ঘটনার রেফারেন্স বুঝতে পাঠকের সুবিধা হত ঠিকই, কিন্তু যেহেতু 'সমগ্র'

(সম্পাদিত হলেও), তাই কিছুটা 'বে-হিসাবি' পরম্পরা নতুন ধরনের কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। তবু রচনার সময় কাল এই ভূমিকায় উল্লেখ করা হল—

ক্যাসিনো রয়্যাল — ১৯৫৩
লিভ অ্যান্ড লেট ডাই — ১৯৫৪
মুনরেকার — ১৯৫৫
ডায়মন্ডস্ আর ফর এভার — ১৯৫৬
ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ — ১৯৫৬ (?)
ড. নো — ১৯৫৭
গোল্ডফিঙ্গার — ১৯৫৮
ফর ইওর আইজ ওনলি — ১৯৬০
থান্ডারবল — ১৯৬১
দ্য স্পাই হু লাভড্ মি — ১৯৬২
অন হার ম্যাজেস্টিজ্ সিক্রেট সার্ভিস — ১৯৬৩
ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস — ১৯৬৪
দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান — ১৯৬৫
অক্টোপুসি — ১৯৬৬

আমরা এই সংকলনে প্রথমে রেখেছি 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'— যা বোধহয় ইয়ান ফ্লেমিং-এর বন্ড সিরিজের শ্রেষ্ঠ কাহিনি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্রে নাম ছিল খুব সম্ভব '007 with love'। নানাকাহিনির বহু চরিত্র ঐতিহাসিক—সাম্প্রতিককালের ঝঞ্ঝাপূর্ণ ইতিহাসে। ঐতিহাসিক মস্কো ট্রায়ালে যারা অভিযুক্ত ছিলেন লাবণ্যময়ী কুটুসোভা। পুরো নাম আনা কুটুসোভা। তিনি নাকি লেসলি থর্নটর্নের শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন। 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'-এ তাতিয়ানা চরিত্রটিকে অনেকে কুটুসোভার-প্রতীক বলে মনে করেন। সিনেমায় শন কোনারির সঙ্গে ওই চরিত্রে অভিনয় করেন সুন্দরী দানিয়েলা বিয়াঞ্চি।

ইয়ান ফ্লেমিং প্রচণ্ড সমালোচিত হয়েছেন একাধিকবার। যখন তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে, সেই সময় নিউ স্টেটসম্যান (৫ এপ্রিল, ১৯৫৮) পত্রিকায় পল জনসন মন্তব্য করেন, 'আমার জীবনে পড়া সবচেয়ে জঘন্যতম উপন্যাসটি (ড. নো) শেষ করলাম। এত নোংরা বই আগে কখনও পড়েছি বলে মনে হয় না।... তিন তিনবার ঘৃণাভরে উপন্যাসটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর মনে জোর এনে বইটা শেষ করি।... এর মধ্যে তিনটে জিনিস আছে। প্রতিটিই বিকৃত অসুস্থ ইংরেজ মনোবৃত্তির প্রকাশ। .... প্রথমত, ধর্ষকামিতা; দ্বিতীয়ত, 'দ্বি-মাত্রিক যৌনকামিতা; এবং তৃতীয়ত, হতাশাগ্রস্ত কঠোর উন্নাসিকতা। ফ্লেমিং-এর একটুও সাহিত্যবোধ নেই।...'

তাই সবসময়ে গোলাপ বিছানো পথে হাঁটা হয়নি লেখকের। সেটা বোধহয় কোনো সাহিত্যিক-শিল্পীর জীবনে সবসময় ঘটেও না।

সব সত্ত্বেও জেমস বন্ডের তুলনা জেমস বন্ডই, সে আজও অপ্রতিরোধ্য অমরত্বের দোরগোড়ায়।

উত্তম ঘোষ

সূচিপত্র

ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ	১১
মুনরেকার	৭৭
ডক্টর নো	১২৭
দ্য স্পাই হু লাভড্ মি	১৬১
ডায়মন্ডস আর ফর এভার	২৩৫
লিভ অ্যান্ড লেট ডাই	২৮৯
ক্যাসিনো রয়্যাল	৩৩৫
অন হার-ম্যাজেস্টিজ্ সিক্রেট-সার্ভিস	৩৭৫
থান্ডারবল	৪১১
গোল্ডফিঙ্গার	৫১৩
দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান	৫৯৫
অক্টোপুসি	৬৪১
ফর ইওর আইজ ওনলি	৬৬৯
ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস	৬৯৩

ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ

সুইমিং পুলটা সুন্দর।

কিন্তু লোকটা সাঁতার না কেটে এমনভাবে ঘাসে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে যে, সন্দেহ হবে মৃত। কল্পনা করা হবে, সে জলে ডুবে মরেছে, এবং একটু আগে তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে। হয়তো, এখুনি পুলিশ আসবে।

তার মাথার কাছে ঘাসের উপরেই ছড়িয়ে আছে তার খুচরো টুকিটাকি জিনিসপত্র। কোনো কিছু চুরি যায়নি।

লোকটা যে পয়সাওয়ালা সহজেই বোঝা যায়। এই বড়োলোকদের ক্লাবের সদস্যদের ব্যাচ, নোটের তাড়ার ক্লিপটা মেইড-ইন-মেক্সিকো, গোছাগোছা নোট তাতে আটকানো, সোনার ডানহিল লাইটার, সোনার সিগারেট কেস। সেই কেসে রত্নখচিত বোতাম, ফর্বেজ কোম্পানির কেস।

আর, একটা বই। পি. জি. উডহাউসের 'লিটল নাগেট'। তাছাড়া, সোনার রিস্টওয়াচ, তার ব্যান্ড আবার কুমিরের চামড়ার! সেকেন্ডের কাঁটা এখনও ঘুরছে। ঘড়ি দেখে দিন মাস বোঝা যায়। আজ ১৫ জুন, দুপুর আড়াইটে, চন্দ্রকলা দ্বাদশীতে।

গোলাপের বাগান। আরও ফুল আছে। একটা বড়ো মশা লোকটার মেরুদণ্ডের উপর উড়ছে। নীল-সবুজ রঙের মশা। সোনালি চুল রোদে উজ্জ্বল, দমকা বাতাসে উড়ছে। লোকটা হাঁ-মুখ। নাকের কাছে ঘাস। শরীরটা নড়ল ওর। মশা নিরাশ হয়ে দূরে চলে গেল।

কয়েক বিঘে জুড়ে এই গোলাপ বাগান। জায়গায় জায়গায় মৌমাছির গুঞ্জন। বাগানের শেষে সমুদ্রের কলরোল শোনা যায়।

এখন বিকেল। নিস্তব্ধ চারদিক।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। গেটের সামনে এসে থেমেছে গাড়িটা। ঘরঘর শব্দ করে লোহার গেট খুলে গেল।

কলিং বেল। গাড়িটা চলে যাবার আওয়াজ এল।

লোকটা নড়ল না। কিন্তু চোখ মেলে তাকাল গাড়ি আর কলিংবেলের শব্দে। ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল, বিরাট হাই তুলে সে যেন কার জন্য প্রতীক্ষায় রইল।

লোকটি প্রায় বস্ত্রহীন বলা যায়।

একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে এখন। মেয়েটির পরনে শর্ট নীল স্কার্ট। হাতে ছোটো একটা ব্যাগ। লোকটির কাছে এসে সে জুতো খুলল।

তারপর শার্টের বোতামগুলো একে একে খুলল সে। শার্টের নীচে ব্রা নেই। তার গায়ের ত্বক তামাটে, সুন্দর কাঁধ, উদ্ধত দুই স্তন।

এবার স্কার্টের বোতাম খুলল সে। নিম্নাঙ্গে সাঁতারের ছোটো জাঙ্গিয়া। অপূর্ব ফিগার, সরু কোমর। যৌবনধন্যা গ্রাম্য সুন্দরী। দু'হাত উপরে তুলতেই তার বগলের নীচে সোনালি লোমরাজি ঝকঝক করে উঠল।

স্কার্ট খুলে ভাঁজ করল সে। লোকটির পাশে নিলডাউন হয়ে বসে হাতব্যাগের মধ্য থেকে একটা তরল পদার্থের শিশি বের করল। গোলাপের গন্ধ মেশানো অলিভ অয়েল। লোকটার কাঁধে-ঘাড়ে ম্যাসেজ শুরু হল।

এমন বিশালকায় পুরুষকে ম্যাসেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঘাড়ে মাসলে আঙুল দাবানো যায় না। সমস্ত শরীরের ভর নিয়ে চাপ দেয় মেয়েটা। বিশেষ কিছু হয় না। যেন নিরেট পাথর। কুলকুল করে ঘামতে থাকে ম্যাসেজ গার্ল।

যাইহোক বেশ কিছুক্ষণ পরে ম্যাসেজ শেষ হয়। ঘর্মাক্তকলেবরে পুলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। সাঁতার কাটে। তারপর গাছের ছায়ায় এসে বসে। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

উঃ, এমন পুরুষ-শরীর সে জীবনে দেখেনি। দু-বছর ধরে একে মালিশ করছে সে। লোকটার নিখুঁত পৌরুষ! কিন্তু মেয়েটার মনে কেমন একটা ঘৃণার ভাব জাগে ওকে ম্যাসেজের সময়! কেন? অদ্ভুত সব কারণ। লোকটার কোঁকড়া খুদে খুদে সোনালি চুল ওর ভালো লাগে না।

ম্যাসেজ তো বাকি আছে!

ভাবতেই সে আবার ওর কাছে উঠে এল। এমন শরীর গোটাটাকে একবারে মালিশ শেষ করা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেই হয়।

এক চামচ তেল নিয়ে লোকটার মেরুদণ্ডে ঢালল সে। আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকল।

লোকটার কোমরের নীচে নিতম্বের উপরেও সোনালি চুল। প্রেমিকার কাছে রোমাঞ্চকর আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু মেয়েটার চোখে লোকটাকে সাপ বলে মনে হয়, মোটা সরীসৃপ। দুই নিতম্ব দুটি শক্ত ঢিবির মতো। এখানে ম্যাসেজের সময় তার বহু খদ্দের হাসি-ঠাট্টা শুরু করে। বিশেষ করে ফুটবল টিমের যুবকেরা। ইঙ্গিতে তাদের ইচ্ছে জানায়। উত্তেজিত হয়। তখন তাদের সায়েটিক নার্ভে নখ ঢুকিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়। যদি খদ্দেরকে তার পছন্দ হয়, তবে হালকা হাসি হেসে প্রশ্রয় দেয়। তর্ক বাধে, কিছুক্ষণ ছোটোখাটো কৃত্রিম বাধাদানের কুস্তি বা ধস্তাধস্তি চলে। তারপরেই আত্মদান, মধুর তৃপ্তিদায়ক আত্মসমর্পণ। ক্ষণস্থায়ী যদিও।

কিন্তু এই লোকটা! এটা একটা কিম্ভূত! গত দু-বছরে মেয়েটার সঙ্গে কোনো কথাই বলেনি সে।

যন্ত্রের মতোই চিৎ হল সে এবার। ডানপায়ের উপর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ম্যাসেজ চলছে। ফর্সা চামড়ায় জায়গায় জায়গায় ট্যান্, রোদে-পোড়া দাগ। সারা শরীরে পেশির বাহুল্য! মেয়েটার চোখে অশ্লীল লাগে। এই পেশিবহুল শরীরে একটা অসভ্য ইঙ্গিত রয়েছে।

ওর হাত দুটো তুলে ধরল মেয়েটা। মাথার পেছনে হাঁটুগেড়ে সে এখন বসেছে। লোকটার ভাষাহীন দৃষ্টি আকাশের দিকে।

কী করে লোকটা এমন বিশাল দুই হাত নিয়ে? বক্সিং?

এটা নাকি পুলিশের বাগানবাড়ি! দুজন গার্ড আছে, তারা রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে।

মেয়েটাকে মাঝে মাঝে এক কি দু'হপ্তার জন্য ছুটি দেওয়া হয়। তখন সে আসে না। পরে এসে মালিশ করতে গিয়ে বহু সময়েই দেখে, লোকটার শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাঁজরার কাছেও দেখা গেছে একটা সেলাইয়ের গভীর দাগ। লোকটার দেখভাল করাদের একজন মেয়েটিকে সবকিছু চুপচাপ দেখেশুনে যেতে বলে। তাদের মালিকের সম্বন্ধে সে বাইরে উৎসাহ প্রকাশ করলে পরিণতি হবে মারাত্মক। এমনকি হাসপাতালের চিফ সুপারিনটেনডেন্ট-এরও বক্তব্য ছিল একই।

লোকটার সম্বন্ধে মেয়েটি ভাবতে গিয়ে তার কাঁধের ওপর একটু জোরেই চাপ দিয়ে দিল সে। এই চমৎকার শরীর নিয়ে কেন এত সাবধানতা? তবে এটা কি কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ নাকি অন্য কিছু? লোকটার চোখেমুখে মাঝে মাঝে সে বিতৃষ্ণা দেখতে পায়। সুঠামদেহী লোকটা এখন একদৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটা এবার চোখ বুজল। মেয়েটি তার হাত বাড়াতেই চমকে উঠল। ওইরকম খোলা জায়গায় টেলিফোনের ঝনঝন শব্দ যেন যুদ্ধের সাইরেনের মতো। শব্দ শুনে সৈনিকের মতোই তৎপর হয়ে ওঠে লোকটা। মেয়েটি বুঝতে পারে, লোকটা কোনো কথা সুবোধ বালকের মতো শুনে যাচ্ছে। একজন চাকরের ইঙ্গিত পেয়ে সে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সোজা দৌড়ে গিয়ে একটা কাঁচের দরজার মধ্য দিয়ে কোথায় চলে গেল। মেয়েটি ভাবে, এখানে থাকলে আড়িপাতার সন্দেহ করতে পারে।

সুইমিং পুলের স্বচ্ছ জলে নিজের শরীরটাকে সমর্পণ করল মেয়েটি। সাঁতার কাটতে কাটতে মেয়েটি লোকটার সম্বন্ধে একটা কিছু আন্দাজ করতে সমর্থ হল। তবে ওর নামটা কী? আবার গভীরে ডুবে গেল সে।

হ্যাঁ, লোকটা রাশিয়ার সর্বোচ্চ গুপ্তসংস্থা MGB-র শাখা SMERSH-এর মুখ্য হত্যাকারী। নাম Donovan Grant বা 'Red' Grant। দশ বছর ধরে 'ক্রাসনো গ্রানিৎস্কি' নামেই তাকে চেনে সবাই। সাংকেতিক নাম 'গ্রানিট'। ফোনে তার হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ শুনে যাচ্ছিল।

॥ দুই ॥

গ্রান্ট রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে। এবং বেশ ভারী গলাতেই।

চাকরের সংকেত পেয়ে সে এখন একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

গ্রান্ট তার ভারী গলাটা নামিয়ে বলে— কাজটা কী সেটা কি জানা গেছে?

একজন প্রহরী বলে— জানি না। তবে তোমার লাগেজ রেডি করে নাও। প্লেন আধ ঘন্টার মধ্যে এসে পড়বে। তেল ভরতে যেটুকু সময় লাগবে। মাঝরাতের মধ্যে মস্কো পৌঁছে যাবে।

চিন্তান্বিত মুখে গ্রান্ট বলে— অন্তত কোনো ইঙ্গিত দিলেও পারত। এবং ওরা তো এটা দেয় কোনো কাজের আগে।

প্রহরী চুপ করে থাকে।

গ্রান্ট তার ম্যাসাজের জায়গায় ফিরে এসে দেখল মেয়েটি আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে সে তার সোনার জিনিসগুলো নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ফিরে এল।

গ্রান্টের ঘরটায় চোখ বোলালে যা দেখা যাবে— রং-চটা জামাকাপড় ভর্তি আলমারি, তোবড়ানো টিনের মুখ ধোওয়ার বেসিন, লোহার খাট, অবিন্যস্ত বিছানা, মেঝেতে ছড়িয়ে আছে নানান উদ্দীপক মলাট দেওয়া ম্যাগাজিন।

খাটের তলা থেকে একটা পুরোনো ইটালিয়ান স্যুটকেস বার করে তাতে কিছু পরিষ্কার কাপড়-চোপড় ভরল। আর কিছু টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস। এরপর বাথরুমে গিয়ে সে বেশ ভালো করে স্নান করে নিজেকে ফ্রেশ করে নিল।

ড্রেস করতে করতে ঘরের দরজায় 'নক' করার আওয়াজ।

— কাম ইন।

লোকটা দরজা অর্ধেক ঠেলে মুখটা ঘরের মধ্যে বাড়িয়ে বলল— গাড়ি এসে গেছে।